بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہٗ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর মধ্যে এক উত্তম আদর্শ বিদ্যমান

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৯ই ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা আল-আহ্‌যাবের ২২ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং এর অনুবাদ পেশ করেন:

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, তার জন্য যে আল্লাহ্ ও পরকালের আশা রাখে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে।

হুযূর আনোয়ার বলেন যে, কেউ হযরত আয়েশা (রা.)-কে মহানবী (সা.)-এর মহান চরিত্র ও তাঁর আদর্শ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, তুমি কি কুরআন পাঠ করোনি? এতে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাঁর আদর্শ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। যেমন আল্লাহ্‌তা'লার ফরমান: **ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম** অর্থাৎ, হে রসূল! নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত।

অতএব, আদর্শ তো তারাই হতে পারেন যারা কোনো বিষয়ে সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন হন। মহানবী (সা.)-এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আল্লাহ্‌র অধিকার (হকুকুল্লাহ্) হোক বা বান্দার অধিকার (হককুল ইবাদ)-উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সেই সর্বোচ্চ শিখরে ছিলেন যার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা দিয়েছেন। এই কারণেই আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের আদেশ করেছেন যে, এই রসূল তোমাদের জন্য আদর্শ; কেবল তাঁর কথা শোনাই যথেষ্ট নয়, বরং তাঁর ওপর আমলও করো। কেবল ঈমান আনাই যথেষ্ট নয়; যখন তোমরা আমল করবে, তখনই তোমরা সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে যার জন্য

আমি এই রসূলকে পাঠিয়েছি।

সুতরাং এটি ছিল মহানবী (সা.) এর মর্যাদা এবং তিনি (সা.) নিজেই ইরশাদ করেছেন, "তোমরা আমার সুন্নাহর অনুসরণ করো এবং আমার আমল অনুযায়ী চলো, কারণ মহান আল্লাহ্ আমাকে তোমাদের সংশোধনের জন্যই পাঠিয়েছেন।" তিনি আরও বলেন, "উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।" প্রকৃত অর্থে চরিত্রের পূর্ণতা কেবল তিনিই করতে পারেন, যিনি নিজে এই সমস্ত গুণের অধিকারী এবং যার মধ্যে সবকটি মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটেছে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সানি (রা.)-এর 'দিবাচা তাফসীরুল কুরআন'-এ এবং আমাদের সীরাতের বইগুলোতেও মহানবী (সা.)-এর চরিত্র ও সীরাত সম্পর্কে অনেক কথা বিদ্যমান রয়েছে। আজ আমি এর কিছু সংক্ষেপে বর্ণনা করছি, ভবিষ্যতে যখনই সুযোগ পাবো, এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে যাবো।

হুযূর আনোয়ার বলেন, প্রথম বিষয়টি হলো আল্লাহ্‌র হক অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লার ইবাদতের হক। এক্ষেত্রেও আমরা মহানবী (সা.)-এর মাঝে কী আদর্শ দেখতে পাই? আমরা দেখি যে, রসূল করীম (সা.)-এর পুরো জীবনই ঐশী প্রেমে নিমজ্জিত ছিল। তাঁর ওপর নতুন শরীয়ত আনয়ন এবং মানুষের তরবিয়তের মতো অত্যন্ত বিশাল দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ্‌র হক অর্থাৎ ইবাদতের হকের কথা কখনো ভুলে যাননি। এটি অত্যন্ত বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই সময়ে তাঁকে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যুদ্ধের ময়দানে যেতে হয়েছে, শত্রুরা আক্রমণও করেছে; কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার ইবাদতের হক আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি কখনো কোনো দুর্বলতা প্রদর্শন করেননি।

অতএব, এটিই সেই আদর্শ যা আমাদের সামনেও রয়েছে-যেন আমরা প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লাকে সামনে রাখি। আর যখন আমরা আল্লাহ্‌কে সামনে রাখবো, তখন আমাদের বিভিন্ন সমস্যা এমনিতেই সমাধান হতে থাকবে। মানুষ নিজের সমস্যার জন্য তো দোয়া করে, কিন্তু আমরা আল্লাহ্‌র হক আদায় করি না; যার ফলে মানুষ বঞ্চিত থেকে যায়।

মহানবী (সা.) -এর ইবাদতের মান কেমন ছিল? তিনি (সা.) অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর মহান আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন এবং মহান আল্লাহ্ নিজেও এর সাক্ষ্য দিয়েছেন। একইভাবে তাঁর সীরাত বা জীবনচরিতে এমন ঘটনাও পাওয়া যায় যে, যখনই তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করতেন, অমনি আবেগাপ্লুত হয়ে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকত- বিশেষ করে সেই আয়াতগুলো শুনে, যাতে তাঁকে তাঁর দায়িত্বের প্রতি সচেতন করা হয়েছে।

একবার তাঁর নির্দেশে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) সূরা আন-নিসা পাঠ করে শোনাতে শুরু করলেন। পড়তে পড়তে যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছালেন:

"সেদিন কী অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে তাদের নবীকে তাদের সামনে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করে সেই উম্মতের কাছে থেকে হিসাব নেব, এবং তোমাকেও তোমার উম্মতের সামনে দন্ডায়মান করে তোমার উম্মতেরও হিসাব নেব?"

তখন মহানবী (সা.) বললেন, থামো, যথেষ্ট হয়েছে। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর দুই চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছে।

সেই মুহূর্তে তাঁর ওপর মহান আল্লাহ্‌র এতটাই ভয় (খশিয়াত) প্রবল হয়েছিল এবং নিশ্চিতভাবেই তিনি তাঁর উম্মতের বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন- পাছে তাঁর উম্মত এমন কোনো কাজ করে না বসে যা মহান আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ হয় এবং পরবর্তীতে তাঁকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হয়।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেছেন, নামাযের পাবন্দি বা অবিচলতা লক্ষ্য করুন! নামাযের প্রতি তাঁর (সা.)-এর এতই খেয়াল ছিল যে, কঠিন অসুস্থতার সময়ও-জীবনের শেষ দিনগুলোতে যখন শুয়ে নামায পড়ার অনুমতি থাকে-ইতিহাসে এসেছে যে, তিনি মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদের দিকে যেতেন। একইভাবে তিনি কৃত্রিমতা বা লোকদেখানো ইবাদত পছন্দ করতেন না। ইবাদতের দিকে এত গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও তিনি বলতেন যে, এতে কোনো জোর-জবরদস্তি থাকা উচিত নয়। তিনি বলেছেন, প্রত্যেকের ততক্ষণ ইবাদত করা উচিত যতক্ষণ তার মনে প্রফুল্লতা থাকে; যখন সে ক্লান্ত হয়ে যাবে, তখন যেন বসে পড়ে। কৃত্রিমতাপূর্ণ ইবাদত কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

হুযূর আনোয়ার আরও বলেছেন, বর্তমান যুগের মানুষের জন্য আমি এটাও বলে দিই যে-এর মানে এই নয় যে নিজেকে কষ্টে ফেলার দরকার নেই বলে তড়িঘড়ি করে নামায পড়ে নেবেন, আর ভাববেন এটি একটি দায়িত্ব যা কোনোমতে পালন করে ঘাড় থেকে নামাতে হবে। অনেক সময় এখানেও মানুষ আমাকে প্রশ্ন করেন যে, নামায কীভাবে পড়া উচিত? নামায সেভাবেই পড়া উচিত যেভাবে তা সুন্দর ও একাগ্রতার সাথে নিখুঁত করে পড়ার নির্দেশ রয়েছে।

আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর বিনয় ও নম্রতা এই পর্যায়ের ছিল যে, যখন মানুষ তাঁকে বলল-আপনি তো আপনার আমলের জোরেই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করবেন, কারণ আল্লাহ্ আপনাকে মকবুলিয়তের (গৃহীত হওয়ার) মর্যাদা দান করেছেন এবং আপনার আদর্শকে মুসলমানদের জন্য আমলের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন; তখন তিনি (সা.) বললেন, না, না! আমিও কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই ক্ষমা পাবো। এরপর তিনি (সা.) নসিহত করে বললেন:

নিজের কাজে নেকি বা পুণ্য অবলম্বন করো, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের পথ অন্বেষণ করো, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন নিজের মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে। তিনি (সা.) আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, যদি সে ব্যক্তি নেককার হয়, তবে বেঁচে থাকলে তার নেক আমল আরও বৃদ্ধি পাবে। আর যদি সে গুনাহগার হয়, তবে বেঁচে থাকলে সে নিজের পাপ থেকে তওবা করার সুযোগ পাবে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপদেশ যা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, কখনোই মৃত্যুর কামনা করা উচিত নয়।

মহানবী (সা.) এর কর্ম বা আমল সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) এক জায়গায় বলেছেন যে, জীবনে এমন কোনো সুযোগ আসেনি যেখানে মহানবী (সা.)-এর সামনে দুটি পথ খোলা ছিল আর তিনি তার মধ্যে সহজ পথটি বেছে নেননি-তবে শর্ত হলো, সেই সহজ পথটি অবলম্বনে যেন কোনো পাপের সামান্যতম সংশয় না থাকে।

মানবজাতির সাথে লেনদেন ও আচরণের ক্ষেত্রে যদি তাঁর পরিবার থেকে শুরু করি- সহধর্মিনীদের প্রতি তাঁর (সা.)-এর আচরণ কেমন ছিল? তাদের সাথে তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত দয়াপূর্ণ এবং ন্যায়সংগত। আজকের দিনের মানুষও যদি এটি বুঝতে পারত, তবে ঘরোয়া জীবনের অনেক

ঝগড়া ও অশান্তি দূর হয়ে যেত।

তাঁর সহনশীলতা ও ধৈর্য্যের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন মহান আল্লাহ্ তাঁকে শাসনক্ষমতা দান করলেন, তখনও তিনি প্রত্যেকের কথা শুনতেন। যদি কেউ কঠোর আচরণও করত, তবে তিনি চুপ থাকতেন। অনেক সময় মানুষ তাঁর পথ আগলে দাঁড়িয়ে নিজের প্রয়োজনের কথা বলতে শুরু করত; তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি তার কথা শেষ করত। এরপর তিনি (সা.) সামনের দিকে এগোতেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেছেন যে, মহানবী (সা.)-এর সীরাত বা জীবনচরিত্রে তাঁর ন্যায়পরায়নতা, মানুষের আবেগের প্রতি সম্মান এবং দরিদ্রদের প্রতি মমত্ববোধের এমন অসংখ্য দিক রয়েছে, যা আমাদের জন্য আদর্শ। সুতরাং, আল্লাহ্তা'লা আমাদের এই তৌফিক দান করুন যেন আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে প্রকৃত মুসলমান হওয়ার চেষ্টা করি এবং তাঁর এই বাণী সারাবিশ্বে পৌঁছে দিতে পারি, যাতে বিশ্বকে তাঁর পতাকাতলে একত্রিত করা যায়। আল্লাহ্তা'লা আমাদের এই তৌফিক দান করুন।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিওঁ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ

সবশেষে, হুযূর আনোয়ার (আই.) মুরব্বি সিলসিলাহ্ মোকাররম লাইক আহমদ তাহের সাহেবের 'জানাযা হাজির' এবং মালি-র সেগু রিজিয়নের নায়েব সদর মোকাররম শেখা জালো সাহেবের 'জানাযা গায়েব' পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি মরহুমদ্বয়ের উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা করেন এবং তাঁদের মাগফিরাত ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দোয়া করেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)
19 December 2025
Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in